ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1461-1466
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

পশ্চিমবঙ্গের মুখোশ শিল্পী সম্প্রদায়: সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত

প্রদীপ কুমার সরকার, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
সুজয় কুমার মন্ডল, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.07.2025; Accepted: 10.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

West Bengal is considered to be a very important hub of cultural heritage. Among the various art forms of the state, the oldest traditional art form is the mask making craft. Mask making craft is practiced in various parts of Charida, North Dinajpur, Malda and Murshidabad district. This craft form is not only a cultural heritage of West Bengal but has also become one of the means of livelihood for many marginalized rural families. The raw materials used in mask making, such as clay, paper, cloth, wood, dyes, glue and modern tools are collected by the artisans from the local market or a bigger market of the district. These masks, handma de by the artists, are used in traditional Chhau dance, Gambhira, Gamira dance. In addition, these masks are used for home and office beautification in modern times both in India and abroad. Nowadays, in the context of this modern era, the mask artists and the oldest cultural elements are facing multiple obstacles. The invention of modern machinery and factory-made plastic masks, the influence of middlemen, the increase in the price of raw materials used for production and the lack of support from the state government have put this mask industry in a crisis from the socio-economic point of view. The artists are seeing some profit through their participation in tourism fairs, handicraft fairs organized by the state government and non-government organizations and the marketing of the products. Also, some mask artists have found new markets through online marketing. However, some artisans of this group are still economically poor who have not been able to cope up with the changing factors or the changed market demands. The socio-economic and cultural future of the industry has become uncertain due to the disinterest of the young generation in this industry and the lack of training of artists. Our research paper will discuss the cultural and socio-economic perspectives of mask artisans.

Keywords: Mask Making Industry, Artists, Socio-Economic, Cultural, Heritage, Folkart and Folkcraft

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি চর্চার একটি পীঠস্থান হলো পশ্চিমবঙ্গ। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন লোকশিল্পের উপাদান ও মুখোশশিল্পকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষেরা পরম্পরাগতভাবে বহন করে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নানান শিল্প আঙ্গিকের মধ্যে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প আঙ্গিক হলো মুখোশশিল্প। প্রাচীনকালের গুহাবাসী মানুষেরা তাদের জীবনের চলার পথকে ভয়হীন করার পাশাপাশি, বিভিন্ন ধর্মীয় নৃত্য, যাদু-বিদ্যা ও শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মুখোশের ব্যবহার শুরু করে ছিল। ধারাবাহিকভাবে সেই মুখোশ পরিবর্তন ও নতুন চিন্তাভাবনার মিশ্রণে আধুনিক সমাজে এক নতুন ভাবধারার আঙ্গিক হলো বর্তমানের মুখোশশিল্প। আধুনিক ভাবধারায় পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকরূপে প্রসারিত, যার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প

আঙ্গিক হলো মুখোশশিল্প। মুখোশ শুধু একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক, নান্দনিক শিল্প বস্তু নয়, এটি জড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ অঞ্চল বিশেষের ধর্মীয় আচার, উৎসব, নাট্যরীতি, পৌরাণিক বিশ্বাস-সংস্কার ও সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে। এই মুখোশশিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পী সম্প্রাদায়গুলি যেমন- সূত্রধর, কুম্ভকার, মালাকার, বাগচি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা পরম্পরাগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই শিল্প চর্চা নিষ্ঠার সাথে বহন করে আসছেন। সুগঠিত নিপুণ হাতে গড়ে উঠে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের মুখোশ, মালদার গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ, উত্তর দিনাজপুরের গমীরা নৃত্যের মুখোশ এবং মুর্শিদাবাদের শোলার তৈরি মুখোশ। এই শিল্প শুধু সৃষ্টির দৃষ্টান্ত নয়, বরং সংস্কৃতির বাহক ও স্থানীয় গ্রামীণ ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গের মুখোশশিল্পী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অতটা উজ্জ্বল নয়। শিল্পীদের এই চিরাচরিত মুখোশশিল্পে দক্ষতা থাকার পড়েও আধুনিক বাজার ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য উৎপাদন ও আধুনিক রুচিবোধের পরিবর্তনের ফলে মুখোশশিল্পীরা আজ আর্থ-সামাজিকভাবে সমাজে কোনঠাসা। শিল্পীদের আধুনিক শিক্ষার অভাব, সরকারি প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা, আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা শিল্পীদের জীবনযাত্রায় অচল অবস্থা এনে দিয়েছে।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমরা সাংস্কৃতিক অবদানকে মূল্যায়ন করার পাশাপাশি শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করবো। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পচর্চার ভবিষৎ রক্ষায় সম্ভাব্য নীতিনির্ধারণ ও সমাধানের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

চিত্র: ১
পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য:

বাংলার চিরাচরিত প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে এই মুখোশশিল্প। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার চড়িদা, উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু গ্রামীণ অঞ্চলে এই মুখোশশিল্পের প্রচলন রয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবীর চেহারার প্রকাশ এই মুখোশের মাধ্যেমে তুলে ধরা হয়। পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ একটি মুখোশ নৃত্য হলো ছৌ নৃত্য। কথিত আছে পুরুলিয়ার রাজা মদনমোহন সিংহের পৃষ্টপোষকতায় বাঘমুণ্ডির সামন্তরা এই মুখোশ তৈরি করেছিলেন। পুরুলিয়া জেলার চড়িদার সূত্রধর শিল্পী সমাজের তৈরি মুখোশ প্রধানত ছৌ নৃত্যে ব্যবহার করার পাশাপাশি ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। মুখোশ সাধারণত হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক চরিত্র যেমন- রাবণ, সীতা, সরস্বতী, দুর্গা, বাঘ ও মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি চরিত্রের যুদ্ধ ও নৃত্যে ব্যবহৃত করা হয়। বর্তমানে শিল্পীরা রূপক মুখোশের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের বিবাহিত যুগলদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও পুরুলিয়ার চড়িদার মুখোশ গ্রামের তৈরি মুখোশে দেবদেবীর চরিত্র ও মুখের আদল অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- মা কালির মুখোশে ব্যবহার করা হয় কালো রঙ, কার্তিক, দুর্গা, লক্ষ্মী এবং গণেশ এর মুখোশে কমলা ও হলুদ রঙ ব্যবহার করা হয়। ভগবান রাম ও শ্রীকৃষ্ণের মুখোশের কপালে তিলক বা চন্দনের লম্বা ফোঁটা লক্ষ্য করা যায়, যা এই শিল্পের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। শিল্পীরা নিষ্ঠার সাথে এই কাজ করে থাকেন। পুরুলিয়া জেলার এই মুখোশশিল্প চিরাচরিত প্রাচীন দেব-দেবীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সূত্রধর সমাজের শিল্পীরা তাদের শিল্পী সত্ত্বা তুলে ধরেছেন মুখোশশিল্পের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় মালদা জেলার গম্ভীরা নৃত্য এক অনবদ্য শিল্পধারা সৃষ্টি করেছে। তবে শিল্পীরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও এই মুখোশ তৈরি করে যাচ্ছেন। মালদার মুখোশ ব্যবহৃত হয় সাধারণত গম্ভীরা নৃত্যে। গম্ভীরা নৃত্য একটি আদিম ধর্মীয় নৃত্য। গম্ভীরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবকে ক্রেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। মালদা জেলার প্রতিটি গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষেরা গাজন উৎসব নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। গম্ভীরা একটি লোকনাট্য, যেখানে নানান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। গম্ভীরা নাটকে মুখোশ ব্যবহার করার তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হলো চরিত্রের রূপান্তর ও অনুভূতিকে প্রকাশ করা। মালদার মুখোশশিল্পে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ্রী বা রূপ মুখোশের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্মীয় যাত্রা পালাতেও মুখোশ ব্যবহার করার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ তৈরিতে শিল্পীরা তাদের নিজস্ব নান্দনিকতা ও পম্পরাগত দক্ষতা

দিয়ে এক একটি প্রতিমূর্তি গড়ে তোলেন। গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত উপাদান পরিবেশবান্ধব, তার অলংকরণেও লক্ষ্য করা যায় গভীর লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় প্রতীক ও সাম্প্রতিক নানান ঘটনার ছাপ।

চিত্র: ২ চড়িদার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মুখোশ। শিল্পী: ধর্মেন্দু সূত্রধর।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশশিল্প সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলার পরম্পরাগত ঐতিহ্য। মুখোশ শিল্পীদের হাতের ছোয়ায় ও নিষ্ঠায় এই শিল্প আজও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকটি তুলে ধরে। শিল্পীদের হাতের স্পর্শ ও প্রাচীন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তৈরি মুখোশ আজও আধুনিক সময়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বৃহত্তম দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী সাধারণ প্রান্তিক মানুষেরা লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। উত্তরবঙ্গের বেশির ভাগ বসবাসকারী মানুষ রাজবংশী ও পলি (পোলিয়া) সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দিনাজপুর জেলার মুখোশশিল্পকে পরম্পরাগতভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পীরা মুখোশশিল্পের কাজ করে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সাথে বছরের পর বছর থেকে। দিনাজপুরের মুখোশ গমীরা নৃত্যের পাশাপাশি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রচলিত গ্রামীণ বিভিন্ন যাত্রাপালায় ব্যবহার করা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন জেলায় চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস ধরে গমীরা উৎসবকে কেন্দ্র এই নাচ বা অঙ্গভঙ্গি করা হয়ে থাকে। এই নৃত্যে মুখোশ ব্যবহার করা হয় বলে এর নাম গমীরা মুখোশ নৃত্য। গমীরা নৃত্যর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামীণ যাত্রাপালায় মুখোশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, পুরাণ অবলম্বনে রচিত রামায়ণ, মনসামঙ্গল, চোরচুরনি পালায় বিভিন্ন ধরনের মুখোশ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বুড়াবুড়ি ও কালিনাচে মুখোশ ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুরের মুখোশ শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের কালি, বাঘ, সিংহ, বুড়াবুড়ি ও নানান ধরণের পাখির মুখের আদলে মুখোশ তৈরি করে থাকেন। শিল্পীরা স্থানীয় জঙ্গলের বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী মুখোশ তৈরি করে থাকেন, যা দিনাজপুরের নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। সার্বিকভাবে বলা যায় উত্তরবঙ্গের মুখোশ কেবল এক শিল্প মাধ্যম নয়, বরং তা এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এছাড়াও বলা যায় মুখোশ আমাদের বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

বাঙলার আর এক জেলা হলো মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে লোকশিল্পের শিল্পীরা। তেমনি মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্পীরা তাদের শিল্প স্বত্ত্বাকে ধরে রেখেছেন শোলার মুখোশ তৈরির মাধ্যমে। শিল্পীরা জল থেকে শোলা সংগ্রহ করে তার নরম অংশের মাধ্যমে মুখোশ তৈরি করে থাকেন। শিল্পীরা সাধারণত শোলার সাথে বিভিন্ন আধুনিক উপকরণ ও রঙ ব্যবহার করে বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ তৈরি করে থাকেন। তবে মুখোশের মধ্যে প্রধানত হলো দুর্গা, কালি, লক্ষ্মী ও গনেশ ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্পীরা বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন দুর্গার মুখোশ তৈরিতে। তাই বলা যায় বাঙালির শিল্প সাহিত্যে পরম্পরাগতভাবে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বসবাসকারী পাল, রাজবংশী, পোলিয়া, দাস ও সূত্রধর সম্প্রদায়ের মুখোশ শিল্পীরা তাদের শিল্পসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মুখোশ শুধু একটি শিল্প নয়, যা আমাদের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও তুলে ধরে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত:

লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম ধারা হলো লোকশিল্প। লোকশিল্পকে এই আধুনিক সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরম্পরাগতভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন লোকশিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। শিল্পীদের সূক্ষ হাতের ছোঁয়া, কঠোর পরিশ্রম ও প্রাচীন যন্ত্রপাতির দ্বারা তৈরি হয় মুখোশশিল্প। এই শিল্প উপাদানের মধ্যে দিয়ে শিল্পীদের, শিল্প চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের তেমনি একটি প্রাচীন শিল্পকলা হলো মুখোশশিল্প। এই মুখোশশিল্প পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ একটি শিল্পকলা। বর্তমান সময়ে মুখোশশিল্পের অগ্রগতি ও প্রসারতার জন্য আর্থ-সামাজিক দিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পীদের উৎসাহ এবং বেঁচে থাকার একটি প্রধান এবং কার্যকারি মাধ্যম হলো আর্থ-সামাজিক দিকটি। পশ্চিমবঙ্গের মুখোশশিল্প শুধু লোকসংস্কৃতির উপাদান নয়, বরং বলা যায় গ্রামীণ পরিবারের অন্যতম উপার্জনের মাধ্যম। মুখোশশিল্প পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার চড়িদা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ জেলাই কৃষি প্রধান। কৃষি কাজ যেমন

ব্যয়বহুল তেমনি কায়িক পরিশ্রম অধিক। তাই কৃষি কাজে লভ্যাংশের পরিমাণ খুবই যৎসামান্য। পাল, সূত্রধর, দাস, মিস্ত্রী ও বাগচি সম্প্রদায়ের মানুষেরা কৃষি কাজের পরিবর্তে মুখোশশিল্পকে আশ্রয় করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির চড়িদার মুখোশ গ্রাম আজ ভারতবর্ষ তথা বিদেশেও সমাদৃত। চড়িদার মুখোশ গ্রামের ১০০ টির বেশি পরিবারের মধ্যে ৩০০ থেকে ৩৫০ জন শিল্পী মুখোশ তৈরি করে থাকেন। মুখোশ শিল্পী পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলিতভাবে মুখোশ তৈরি করে থাকেন, যার জন্য পরিবারের সদস্যারা কম-বেশী অর্থ উপার্জন করে থাকে। গড়ে প্রত্যেক পরিবারে দুই থেকে পাঁচজন জন শিল্পী এই পেশার সাথে যুক্ত। প্রথম দিকে চড়িদার মুখোশ শুধু ছৌ নাচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুখোশ ছৌ নাচের পাশাপাশি গৃহ সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যবহার করে থাকে, যার জন্য মুখোশ শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। ২০০০ সালের পূর্ববর্তী সময়ে চড়িদা গ্রামে ২০ থেকে ৩০ টি সূত্রধর পরিবার মুখোশ তৈরি করতেন বলে জানায় স্থানীয় মুখোশ শিল্পীরা। বর্তমান সময়ে আধুনিক মনস্ক মানুষেরা মুখোশকে বাড়ি, অফিস ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে মুখোশশিল্পের প্রসার চড়িদার প্রত্যেকটি পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। ২০ থেকে ২৫ বছর আগে প্রতিটি শিল্পী গড়ে প্রতিদিন ১০০ থেকে ২০০ টাকা আয় করতেন। বর্তমান সময়ে শিল্পীরা গড়ে প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা রোজগার করে থাকেন। মুখোশ শিল্পীরা একটা সময় অর্থ উপার্জনের জন্য পাশ্ববর্তী রাজ্যে ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি যায়গায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যেতেন। বর্তমান সময়ে মুখোশ শিল্পীদের পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে পাড়ি দিতে হয় না ভিনরাজ্যে। এই সমস্ত শিল্পীরা এখন নিজের বাড়িতে বা দোকান ভাড়া নিয়ে কাজ করছেন। এছাড়াও কিছু শিল্পী অন্যের দোকানে কাজ করে তার শিল্পী সত্ত্বা টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের একটি নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের পরম্পরাগত মুখোশ ও বাঘমুণ্ডির চড়িদার শিল্পীদের মুখোশ আজ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় এই মুখোশের চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। ভারত সরকারের দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ধর্মেন্দু সূত্রধর বলেন, মুখোশের চাহিদা আমাদের রাজ্যের থেকে রাজ্যের বাইরে অনেক বেশী। তিনি বলেন একটা সময় দিনে একটি মুখোশ বিক্রি হতো না, আর এখন শিল্পীরা মুখোশের চাহিদা মেটাতে রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। এছাড়াও পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বলেন ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লা থেকে প্রায় ২০ থেক ২৫ জন শিল্পীরা মাসিক ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বেতনে এই চড়িদা গ্রামে আসেন কাজ করতে। ৫০ বছরের এক প্রবীণ শিল্পী ত্রিগুনি সূত্রধরের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের উৎপাদিত মুখোশ অনলাইন বিপণনের মাধ্যমে বিশ্বের নানান প্রান্তে বিক্রি করে থাকেন। মুখোশশিল্পের চাহিদা এবং আধুনিকতার এই দুই মিশ্রণে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক পথ ততটাই প্রশস্থ হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের মুখোশ বিষেশত প্রথম দিকে গমীরা ও গম্ভীরা নৃত্যে ব্যবহার হতো। বর্তমান সময়ে এই মুখোশ ধর্মীয় নৃত্যের পাশাপাশি গৃহের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য ব্যবহার করে থাকেন সৌখিন গৃহকর্তারা। উত্তরবঙ্গের মুখোশ কাঠ ও বাঁশের উপর খোদাই করে শিল্প রূপ দিয়ে থাকেন, যার জন্য এই মুখোশ ঘরের দেওয়ালের পাশাপাশি টেবিলে রাখা যায়। এই জন্যই কাঠের তৈরি মুখোশের চাহিদা বাজারে অনেকটাই। ক্রেতারা চড়িদার মুখোশের পাশাপাশি এই কাঠের তৈরি মুখোশ ক্রয় করে থাকেন। রাজ্যের পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী আশুতোষ বাগচি বলেন একসময় শিল্পীরা বছরে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা রোজগার করতেন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা গড়ে প্রায় ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। এছাড়াও পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বলেন গমীরা ও গম্ভীরা নাচের মুখোশ অনলাইন বিপণনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন। উত্তরবঙ্গের মুখোশ শিল্পীরা বর্তমান সময়ে মুখোশ বিক্রির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে।

বর্তমান এই আধুনিক সময়ে ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা যখন অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরতে আসেন, তখন একটু সময়ের জন্য ঘুরে আসেন মুখোশ শিল্পগ্রাম চড়িদা থেকে। চড়িদার মুখোশ গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি পর্যটন শিল্প। পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটক চড়িদায় আসেন এবং উপভোগ করেন মুখোশ তৈরি পদ্ধতি। ফেরার সময় এক বা একাধিক মুখোশ ক্রয় করে নিয়ে যান এই পর্যটকেরা। পর্যটনকে কেন্দ্র করে মুখোশিল্পের চাহিদা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা। তার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শিল্পীরা জানায় তাদের মুখোশ তৈরি পদ্ধতি দেখে পর্যটকেরা আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, এবং শিল্পের প্রতি কৌতূহল থেকেই এই

মুখোশ ক্রয় করে থাকেন। স্থানীয় শিল্পীরা বলেন শীতের মরসুমে পর্যটক বেশি আসে, তখন তাদের তৈরি মুখোশের চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিল্পীরা এই শীতের মাসগুলোতে একটু বেশি অর্থ উপার্জন করে থাকেন। একটা সময় এই মুখোশ শিল্পীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে খুব কষ্টে দিন অতিবাহিত করতেন। বর্তমান সময়ে শিল্পীরা তাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রির মুনাফা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভালো স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি পারিবারিক উন্নয়নে খরচ করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখোশ শিল্পীরা গত কয়েক বছরের তুলনায় বর্তমান সময়ে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বচ্ছলতার সাথে জীবন-জাপন অতিবাহিত করছেন। মুখোশ শিল্পীরা তাদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য শুধু তাদের বাড়ি বা দোকানে বিক্রি করে থাকেন তেমন নয়, উৎপাদিত পণ্য রাজ্যের বিভিন্ন মেলা বা হাটে বিক্রি করে থাকেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি মেলায় শিল্পীরা তাদের তৈরি মুখোশ বিক্রি করে থাকেন। কলকাতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা, রাজ্যে সরকার আয়োজিত হস্তশিল্প মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মুখোশ শিল্পীরা তাদের হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে মেলায় আসেন। শিল্পীরা তাদের মুখোশ তৈরি পদ্ধতি মেলায় আগত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। যার জন্য ক্রেতারা শিল্পদ্রব্যের প্রতি উৎসাহিত হয়ে মুখোশ ক্রয় করে থাকেন। হস্তশিল্প মেলার বিভিন্ন স্টলে মুখোশ সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে মেলায় আগত মানুষেরা আধুনিক ও প্রাচীন ভাব ধারার মুখোশ দেখতে পায়। এর মাধ্যমে মুখোশ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় হস্তশিল্প মেলায় আগত শিল্পী আশুতোষ বাগচি বলেন আগের তুলনায় মুখোশের চাহিদা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন প্রতি মেলায় গড়ে আমরা ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মুখোশ বিক্রি করে থাকি। তাই বলা যায় হস্তশিল্প মেলার মাধ্যমে শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। রাজ্যের এই শিল্প মেলা অনেক পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পীকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। তাতে শিল্পীরা যেমন অনুপ্রেরণা পায়, পাশাপাশি আর্থিকভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলায় শিল্পীরা মুখোশ নিয়ে আসেন। শিল্পীরা বলেন মেলায় আসার জন্য মেলার আয়োজকেরা শিল্পীদের দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়ার পাশাপাশি যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন, যার জন্য প্রান্তিক মুখোশ শিল্পীরা মেলায় আসার জন্য উৎসাহিত বোধ করেন। এতে শিল্পীরা কিছুটা হলেও আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। রাজ্যের শিল্পমেলা থেকে মুখোশ শিল্পীরা অন্য রাজ্যের শিল্পমেলার আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন মেলায় মুখোশ বিক্রি করে শিল্পীরা আর্থ-সামাজিক ভাবে উপকৃত হয়। বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন NGO ও বাংলা নাটক ডট কম শিল্পীদের তৈরি পণ্য দেশে ও বিদেশে বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিল্প মেলায় শিল্পীদের নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার হস্তশিল্পীদের আর্থিক সহয়তার জন্য প্রত্যেক শিল্পীদের শিল্পী কার্ডের ব্যবস্থা করেছে। এই সরকারি অনুদান শিল্পীদের ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। শিল্পীরা এই আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সংগ্রহ করার পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি করে থাকে।

চিত্র: ৩
আশুতোষ বাগচি (রাজ্য সরকার দ্বারা পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী)

উপসংহার:

বর্তমান সময়ে মুখোশ শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও একটি প্রধান সমস্যা থেকে যায়, তা হলো শিল্পের কাঁচামাল। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও সরকারের উদাসীনতা মুখোশশিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্পীরা স্থানীয় বাজার থেকে বেশি দামে কাঁচামাল সংগ্রহ করে। তাতে শিল্পীদের উৎপাদিত ব্যয় এবং শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়ায় শিল্পীদের লাভের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সরকার যদি এই কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি ও প্রচারের ব্যবস্থা করে তাহলে মুখোশ শিল্পী সম্প্রদায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উপকৃত হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকারখানায় তৈরি প্লাস্টিকের মুখোশের আগ্রাসন, মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব, উৎপাদনের ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ও রাজ্য সরকারের সহায়তার অভাব

এই মুখোশশিল্পকে আর্থ-সামাজিক সংকটে ফেলেছে। রাজ্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থার আয়োজিত পর্যটন মেলা, হস্তশিল্প মেলায় শিল্পীদের অংশগ্রহণ ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য বিপণনের মাধ্যেমে শিল্পীরা একটু হলেও লাভের মুখ দেখছেন। এছাড়াও মুখোশশিল্পের কিছু শিল্পীরা অনলাইন বিপণের মাধ্যেমে নতুন বাজার খুঁজে পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখোশ শিল্পী সম্প্রদায় রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প চর্চার ধারক ও বাহক। পশ্চিমবঙ্গের মুখোশ শুধু একটি নান্দনিক শিল্পবস্তু নয়, যা প্রান্তিক গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আচরণ, লোকসংস্কৃতি ও রীতিনীতির একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ছৌ নৃত্য, গমীরা, গম্ভীরা, এবং বিভিন্ন লোকউৎসবের মাধ্যমে এই মুখোশগুলোর পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তবে মুখোশ শিল্পীরা আজ আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি। আধুনিকতা, শিল্পবাজারের সীমাবদ্ধতা, রাজ্য ও ভারত সরকারের সরকারি সহায়তার অভাব ও স্থায়ী আয়ের অপ্রতুলতা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অবনতি হচ্ছে। অনেক লোকশিল্পীরা এই পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে, তার কারণ অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থা। তবুও মুখোশশিল্পের মধ্যে স্থানীয় পর্যটন, হস্তশিল্প রপ্তানি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিক থেকে লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বায়নের বিশাল সম্ভাবনা। প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও NGO গুলোর সক্রিয় উদ্যোগ, স্থানীয় বাজারের সহায়তা, বর্তমান আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিল্পদ্রব্য বিপণন, শিল্পীদের প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাহলেই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী মুখোশশিল্প এবং শিল্পী সম্প্রদায়ের টিকে থাকা ও বিকাশ সম্ভব হবে।

সহায়কগ্রন্থ:

১. সেন, সঙ্গীতা। মুখোশশিল্প। কলকাতা, ভারত: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৭

২. চক্রবর্তী, মিতা। বাংলার মুখোশ। কলকাতা, ভারত: প্রতিক্ষণ, ২০১৮

৩. ঘোষ, দীপঙ্কর। বাংলার মুখোশ, কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স।

৪. ধন, শতাব্দি। পুরুলিয়ার মুখোশ শিল্প ও ছৌ-নৃত্য: লোকসংস্কৃতির এক চিরনূতন ধারা। Trisangan International Refereed Journal (TIRJ), April 2024

৫. Biswa Bangla. The Masks of Bengal. Kolkata: An initiative of the Department of MSME & Textiles, Government of West Bengal, 2016

৬. সাঁতরা, তারাপদ। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পিসমাজ। কলকাতা, ভারত: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০

Website:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Masks_of_West_Bengal

তথ্যদাতা:

১. ধর্মেন্দু সূত্রধর, (ভারত সরকার দ্বারা পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী) চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
২. আশুতোষ বাগচি, (রাজ্য সরকার দ্বারা পুরুস্কার প্রাপ্ত শিল্পী) নকশাল বাড়ি, শিলিগুড়ি।
৩. সাঞ্জুলাল সরকার, মহিষবাথান, দক্ষিণ দিনাজপুর।
৪. ভদ্রদেব শর্মা, মঙ্গলদহ, উত্তর দিনাজপুর।
৫. ত্রিগুনি সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
৬. বাণ্টি সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
৭. সৌভিক সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
৮. রাহুল সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
৯. সূত্রধর, গোবিন্দ, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১০. ভীম সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১১. কাবেরি দত্ত, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১২. শুভাশিস দত্ত, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১৩.কান্তি সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১৪. জয়প্রকাশ সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
১৫. অমর সূত্রধর, চড়িদা, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।